Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

আদি-মধ্যযুগ কী 'অন্ধকার যুগ' ছিল ? আলোচনা কর।

গুপ্তত্তোর পর্বে ভারতের ইতিহাস ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। ধ্রুপদী যুগের অবসান – বা বৃহৎ সাম্রাজ্যের অনুপস্থিতিতে ভারতে ছোট ছোট রাজ্যের, খন্ডিত খন্ডিত স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। হারিয়ে যায় সমৃদ্ধি। ভারতের দীর্ঘ এই অস্থির সময়কে অনেক ঐতিহাসিক মধ্যযুগের ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইউরোপের অনুকরণে ভারতের এই সময়কেও অন্ধকার যুগ বলে উল্লেখ করেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা বলেন – ইউরোপে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ইউরোপে আঁধার নেমে আসে। একইভাবে ভারতের হুণ ও অন্যান্য বৈদেশিক আক্রমণের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক অরাজকতা ও দূর্বলতা নেমে আসে। ইউরোপের মত ভারতেও অন্ধকার যুগ সূত্রপাত হয়। এছাড়া বৃহৎ সাম্রাজ্যের অভাবে আঞ্চলিক রাজতন্ত্রের উত্থান, আঞ্চলিক সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা প্রকট হয়ে ওঠে। শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও এই বিভিন্নতার ছবি পাওয়া য়ায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এই অবস্থার সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেন।

রামশরণ শর্মা- এই যুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলেছেন – এইসময়টা অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও আর্থ-সামাজিক সংকটের কাল। তিনি মধ্যযুগীয় সংকটকে পুরাণের কলিযুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঐতিহাসিক বি.এন.এস যাদব আবার গুপ্ত যুগের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের পতন ও নগরের অবক্ষয়ের বিষয়টা যত্নসহকারে তুলে ধরেন। তিনি আরো মনে করিয়ে দেন ভারতের দূরপাল্লার বাণিজ্যের পতনের কথা। এই শূণ্যস্থান পূরণ করে বিদেশী বণিকরা। একাদশ শতকের মধ্যে আরব বাণিজ্যের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায় অবনতি ও নগরের অবক্ষয়কে সামাজিক সংকট হিসাবে তুলে ধরেন ড. আর. এন. নন্দী তাঁর 'Urban Decay in India (C.300 – C.1000)' গ্রন্থে। গুপ্ত যুগের পতনের পর ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ফলে সামগ্রিক ভাবে এক নৈরাশ্যের ছবি পাওয়া যায় বলে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেন।

তবে পুরোটাই বিফলতার ছবি ছিল তেমনটা নয়, বলে মনে করেন ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন রাজস্থান অঞ্চলে রাজপুত জাতির উত্থানের কথা। আবার তুলে ধরেন গুজরাট অঞ্চলে মেবারের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্যের গড়ে ওঠার কথা। দাক্ষিনাত্যেও চোল ও পান্ড্যদের মত শক্তশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্যের উত্থানকেও তুলে ধরেছেন। এই সময়ে স্ব-নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি, জাতি ব্যবস্থা বা মুদ্রার পরিবর্তে যজমানী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। জাতি ব্যবস্থা বা বিচ্ছিন্নতার সময় বলা হলেও নতুন নতুন জাতির উত্থান ও বিস্তার হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা বলেন। তন্ত্রবাদের উত্থান হয়। শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ধর্মের উপর তন্ত্রবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অনুপস্থিত থাকলেও আঞ্চলিক সাম্রাজ্যগুলির যে উন্নতি দেখা গিয়েছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। তাই অনেক ঐতিহাসিক অকপটে স্বীকার করেন যে – আদি-মধ্যযুগ সমগ্রভাবে অন্ধকার যুগ ছিল তা বলা যাবে না।